কোটচাঁদপুর পৌরসভায় দূর্ধর্ষ চুরি নিয়ে গেছে নগদ অর্থ-কম্পিউটার পিসি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভায় দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিবাগত রাতে পৌর ভবনের দ্বিতীয় তলায় এ চুরির ঘটনা ঘটে। চোর চক্র পৌরসভার ব্যবহৃত মই দিয়ে দ্বিতীয় তলার মূল ভবনের গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় হিসাব রক্ষকের রুমের তালা ভেঙ্গে নগদ অর্থ ও কম্পিউটার পিসি চুরি করে পালিয়ে যায়।
হিসাব রক্ষক আল-মাউন কাঞ্চন জানান, রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে অফিস সহকারি বাবুল হোসেন পৌর ভবনের দ্বিতীয় তলায় গিয়ে আমার রুমের তালা ভাঙ্গা ও ভিতরে অফিসের কাগজ পত্র এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমাকে ফোন করে। আমি বিষয়টি মেয়রকে জানায়। চোরেরা আমার অফিস কক্ষের তিনটি আলমারী ও টেবিলের ডয়ারের তালা ভাঙ্গচুর করে। আলমারীতে থাকা নগদ ৮৫ হাজার টাকা ও একটি কম্পিউটার পিসি নিয়ে যায়। এছাড়া অতিথি ভবনের তালা ভেঙ্গে কাগজ-পত্র তছনছ করে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানায়, বর্তমান মেয়রের আগেও হিসাব রক্ষকের রুমে দুইবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, পৌর ফাড়ি ইনচার্জ আক্তারুজ্জামান লিটন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ চুরির ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পৌরসভার নৈশ প্রহরী ফিরোজ (৪৫) কে আটক করে। এঘটনায় পৌর সচিব এ.এফ.এম. ইনামুল হক বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
এব্যাপারে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, নিয়মিত নৈশ প্রহরী থাকার পরও চুরির বিষয়টি সন্দেহ জনক। পুলিশ তাকে আটক করেছে। হয়ত চুরির মোটিভ উদ্ধার হবে।

কোটচাঁদপুরে সঙ্গীত গুরু অজয় দাশকে সম্মাননা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী ও সঙ্গীত গুরু অজয় দাশের সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কোটচাঁদপুর পৌর শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স মিলনায়তনে প্রখ্যাত এ সঙ্গীত গুরুর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পৌর শিল্পকলা একাডেমীর সভাপতি ও পৌর মেয়র সহিদুজ্জমান সেলিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান আগা খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পৌর শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোক্তা ইন্সপেক্টর ইমরান আলম, একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, কিংশুক সম্পদক জিয়ারুল হোসন, মিতালী সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিতুল সাইফ, কবি আক্তারুজ্জাম রকিব, তবলা বাদক মনির প্রমূখ।

পরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন, গুরু অজয় দাশ, শিল্পি অর্থি, নিধি, বলয়, বিপ্লব বিশ্বাস, সমিত্র, অহনা বিশ্বাস ও হাসান। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্য শিল্পি সবুজ হোসেন ও তার দল।

ঝিনাইদহে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

শুরু

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে সদর উপজেলার মধুপুর বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)’র খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা শুরু হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারটান’র নির্বাহী পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আব্দুল ওয়াদুদ। উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক প্রধান কৃষিবিদ ড. মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী’র সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রশিক্ষক ফাহমিদা খাতুন, বারটানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সোনিয়া শারমিন, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। ৩ দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, এনজিও কর্মীসহ ২ ব্যাচে ৬০ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

মন্দিরে হামলা-ভাংচুরের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

কুমিল্লা, হাতিয়া, চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা-ভাংচুর ও সাম্প্রদায়িক উস্কানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোট। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জোটের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি রবিউল আলম খোকন বাসদের সমন্বয়ক এ্যাড, আসাদুল ইসলাম আসাদ, বাংলাদেশের ওর্য়াকাস পার্টির সাধারন সম্পাদক সাহিদুল এনাম পল্লব, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক স্বপন কুমার বাগচী, বাংলাদেশ নারী মুক্তি

পরিষদের আহবায়ক স্বপ্না সুলতানা প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমানে মন্দির ভাংচুর করে যারা ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা করছে তাদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতে হবে। সেই সাথে এর উস্কানীদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ৭২’র সংবিধানের ফিরে যাওয়া আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত

‘আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক আলী জিন্নাহ, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তারা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
এর আগে দিবস উপলক্ষে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি র্যালী বেরা করা হয়। র্যালীটি বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিন করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ

‘ডিজিটাল সাদাছড়ি নিরাপদে পথচলি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের আয়োজনে সকালে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে এ হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রতিবন্ধীদের মাঝে ২৫ টি হুইল চেয়ার ও ১৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর মাঝে সাদাছড়ি বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা। সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল সামী, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা বাবলু রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ অন্যান্যরা।

মন্ডপে মন্ডপে সিঁদুর খেলায় মেতেছিল ঝিনাইদহের নারীরা

সিঁদুর খেলায় মেতেছিল ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মের নারীরা। দেবী দুর্গার বিদায়ের পূর্বে শুক্রবার সকালে শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দির, চাকলাপাড়া পূজা মন্দির, কালীতলা পূজা মন্দিরসহ বিভিন্ন জায়গার মন্ডপে মন্ডপে চলে সিঁদুর কোটা যাত্রা। সকালে পূজার্চনার পর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি। এরপরই হিন্দু বিবাহিত নারীরা দেবীর পায়ে লাল টকটকে সিঁদুর নিবেদন করেন। পরে সেই সিঁদুর একে অপরকে লাগিয়ে আগামী দিনের জন্য শুভ কামনা করেন। সেই সাথে স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।

শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দিরে আসা পিয়াংকা নামের এক ভক্ত জানান, দুর্গাদেবীর পায়ে সিঁদুর দেওয়ার আমরা সেই সিঁদুর সারাবছর ব্যবহার

করি। সিঁদুর কোটা যাত্রার মাধ্যমে স্বামী ও সন্ত্রানের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তারা যেনো ভালো থাকেন এই কামনা করি আমরা।
মুক্ত নামের এক ভক্ত বলেন, দেবী দুর্গার আজ বিদায়ের দিন। প্রতিবছর মা দুর্গা আসে অশুররূপী অপশক্তিকে বধ করতে। আমরা এবার কামনা করি দেবী দেশ তথা বিশ্ববাসীকে করোনামুক্ত করবে। সারা পৃথিবী থেকে করোনা দুর হবে এই কামনা করি।

ঝিনাইদহে দুর্গাপূজা শেষ মুহূর্তে মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা বিজয়া দশমী আজ শুক্রবার শেষ হচ্ছে। বাজছে বিদায়ের সুর। দেবী এসেছে ঘোটকে, যাবে দোলায়। মহানবমীর সন্ধ্যায় আরতি শেষে দেবীর বন্দনায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে বিষাদের সুর বাজতে শুরু করে। মহানবমীতে পূজা শুরু হয় সকাল এগারটায়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় আরতি প্রতিযোগিতা। দিনভর চলেছে চণ্ডীপাঠ আর ভক্তদের কীর্তনবন্দনা। ঝিনাইদহের অনেক স্থানে বৃষ্টি উপেক্ষা করে মহানবমীতে বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে ছিল ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপচেপড়া ভিড়। নবমী পূজা শেষে অশ্রুসজল নয়নে ভক্তরা দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছে।
হিন্দু শাস্ত্রমতে, নবমী তিথিতে রাবণ বধের পর শ্রী রামচন্দ্র এই পূজা করেছিলেন। নীলকণ্ঠ ফুল, যজ্ঞের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় নবমী বিহিত পূজা। নবমী পূজার মাধ্যমে মানবকুলে সম্পদলাভ হয়।
শাস্ত্র অনুযায়ী- আজ শাপলা, শালুক ও বলিদানের মাধ্যমে দশভুজা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজা শুরুর পর ভক্তরা প্রার্থনা করতে থাকে দেবীর উদ্দেশে। নীল অপরাজিতা ফুল নবমী পূজার বিশেষ অনুষঙ্গ। নবমী পূজায় যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে আহুতি দেয়া হয়। ১০৮টি বেল পাতা, আম কাঠ, ঘি দিয়ে এই যজ্ঞ করা হয়। পূজা শেষে

যথারীতি অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
আজ শুক্রবার মা দুর্গার বিদায়। তাই আজ শেষবারের মতো দেবীর আশীর্বাদ কামনায় নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর সব বয়সের ভক্ত নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করে। প্রতিটি মণ্ডপেই কয়েক দফা করে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হয়। বিদায় বেলায়ও চলেছে ঢাক আর শঙ্খধ্বনি, টানা মন্ত্র পাঠ, উলুধ্বনি, অঞ্জলি, ঢাকের বাজনার সঙ্গে ছিল ধুনচি নৃত্য। সন্ধ্যায় আরতির পাশাপাশি মণ্ডপে মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
নবমীর দিন দুপুরের পর থেকে কম-বেশি বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল ভক্ত ও দশনার্থীর ভিড়। ঝিনাইদহ শহরের বারোয়ারি তলা ও হামদহ কালী মন্দিরের পাশাপাশি শৈলকূপার কবিরপুর দূর্গা মন্দির,রানীনগর দূর্গা মন্দির,ফুলহরি গ্রামের গৌর গোবিন্দ মন্দির,সার্বজনীন কালীবাড়ি, দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির,মহব্বতপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে দর্শনার্থীদের সমাগম ছিল বেশি।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস বলেন, এবার জেলায় ৪৫২টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূজা মণ্ডপে কোন মেলার মাঠ বসানো হয়নি । স্বাস্থ্যবিধি, মাদকমুক্ত পরিবেশ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা সেই মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছি।
পূরাণ মতে, রাজা সুরথ প্রথম দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। বসন্তে তিনি পূজার আয়োজন করায় দেবীর এ পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কিন্তু রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে লংকা যাত্রার আগে শ্রী রামচন্দ্র দেবীর পূজার আয়োজন করেছিলেন শরৎকালের অমাবস্যা তিথিতে, যা শারদীয় দুর্গোৎসব নামে পরিচিত। দেবীর শরৎকালের পূজাকে এজন্যই হিন্দুমতে অকাল বোধনও বলা হয়।

কোটচাঁদপুরে সনাতন

ধর্মাবলম্বীদের এমপি চঞ্চলের আর্থিক সহায়তা প্রদান

শারদীয় দূর্গা পূজা উদ্যাপন উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং নিজস্ব তহবিল হতে নগদ অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করেছেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের জাতীয় সাংসদ এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাবু নিমাই চন্দ্র দে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেল নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন।
পূজা উদ্যাপন পরিষদ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাবু রবিন্দ্রনাথ রায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল সহ ইউপি চেয়ারম্যানরা। অনুষ্ঠানে উপজেলার ৫১টি পূজা মন্ডপের সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতাদের হাতে নিজস্ব তহবিল হতে নগদ অর্থ ও বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩জন ৪র্থ

শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগকে কেন্দ্র করে ঘুষ বাণিজ্য ও দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে নিয়োগ স্থগিতের জন্য জেলা প্রশাসক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ডিজির প্রতিনিধি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ধোপাবিলা গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম এবং ইউপি সদস্য ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জামাল হোসেন।
লিখিত অভিযোগে বলা হয়, অভিভাবক ও গ্রামবাসীর মধ্যে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের আশংকা প্রকাশ রয়েছে। এরই মধ্যে নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করায় জামাল হোসেনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে পরিক্ষায় উর্ত্তীন প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে।
আশরাফুল ইসলাম ও জামাল হোসেন উভয়ই নিয়োগকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন। এছাড়া চলতি বছরের ১৮অক্টোবর ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হবার কথা । যশোর শিক্ষাবোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বর্তমান বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হবার ১৮০দিন পূর্বে এডহক কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কিন্তু কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু না করে, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ২৮দিন থাকা অবস্থায় ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, এবং কয়েকজন সদস্যের যোগসাজশে অনিয়ম ও দূর্নীতি করার লক্ষ্যে চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় ৪র্থ শ্রেণীর ৩জন কর্মচারির নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর মধ্যে একজন নিরাপত্তাকর্মী, একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং একজন আয়া। এমতাবস্থায় করোনাকালীন মহামারীতে নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করে, পরবর্তীতে স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) তসলিমা খাতুন বলেন, নিয়োগ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিজির প্রতিনিধিকে বলা হয়েছে। এবিষয়ে ডিজির প্রতিনিধি ও ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লক্ষী রানী পোর্দ্দোর জানান, এ ঘটনায় আমি একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।